দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 27 SEP 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

কোন পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দুঃখজনক বিষয় হলো ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ের প্রায় তলানিতে। আমাদের সময়ে 'কোন পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম যেমন– যৌন হয়রানি ও জালিয়াতি, শিক্ষকদের রাজনীতি, ক্যাম্পাসে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি ও দুর্ঘটনা, সান্ধ্যকালীন কোর্সসহ বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র উঠে আসে। যা জাতির জন্য উদ্বেগজনক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসু, মোকারম হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরীর মতো অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন। পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের বিশেষ কদর ছিল। অথচ এখন অনেক শিক্ষক শুধু বাণিজ্য আর দলবাজির দিকে ঝুঁকছেন। নামেমাত্র রেজাল্ট নিয়ে পাস করেও ভর্তি হওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্সে। মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সহজে সার্টিফিকেট পেতে শিক্ষার্থীরাও ভিড় জমাচ্ছে এ কোর্সগুলোয়। আর শিক্ষকরা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা ও ফলপ্রদানে ঢিলেমি করলেও সান্ধ্যকালীন কোর্সের ক্ষেত্রে অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। যোগ্য, দক্ষ তথা উপযুক্ত শিক্ষকের ওপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম নির্ভর করে। কিন্তু গত কয়েক বছরে শিক্ষক নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতাকে পাশ কাটিয়ে দলীয় অনুগত ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পড়ছে। ছাত্রাবস্থাতেই যদি শিক্ষকদের অনৈতিকতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তা হলে ছাত্রদের মনস্তত্ত্বে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ভবিষ্যৎ আদর্শ জাতি গঠনের প্রশ্নে যা মোটেই [redacted]

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দৈন্যদশা কেন তা বর্তমান প্রশাসনকে ভেবে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। তার বদলে যদি এভাবে দলবাজি ও অনিয়ম চলতে থাকে, তার দায়দায়িত্ব বর্তমান প্রশাসনকেই নিতে হবে।